বিশ্ব পানি দিবস-২০১৮ উদ্বোধন অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্র, ঢাকা, মঙ্গলবার, ১৩ চৈত্র ১৪২৪, ২৭ মার্চ ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

অনুষ্ঠানের সভাপতি,

সহকর্মীবৃন্দ,

উপস্থিত সুধিমন্ডলী।

আসসালামু আলাইকুম।

'বিশ্ব পানি দিবস ২০১৮' উপলক্ষে আমি উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

মহান স্বাধীনতার মাসে আমি গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতা, মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও সম্ভ্রমহারা দু'লাখ মা-বোনকে। সমবেদনা জানাচ্ছি যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি ।

এ-বছরের বিশ্ব পানি দিবসের জাতিসংঘ ঘোষিত প্রতিপাদ্য 'Nature for Water' বা 'পানির জন্য প্রকৃতি'। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় পানি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। কারণ, পানি ছাড়া জীব জগতের কোন অস্তিত্বই টিকবে না।

সকল ধরনের উন্নয়নেই পরিবেশের ওপর কিছুটা হলেও বিরূপ প্রভাব পড়ে। এজন্য প্রকৃতি ও পরিবেশকে যথাসম্ভব সংরক্ষণ করে পরিবেশবান্ধব উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

পানি সংক্রান্ত বিভিন্ন সমস্যার প্রকৃতিভিত্তিক সমাধানকে উৎসাহিত করতে হবে। সকল উন্নয়নে পানি ও প্রকৃতির মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা এবং নিবিড় সমন্বয় সাধন করতে পারলে, আমরা বর্তমান চাহিদা মিটিয়ে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য সুরক্ষিত পানি ও প্রকৃতি রেখে যেতে পারব।

বিশুদ্ধ খাবার পানি শুধু আমাদের বেঁচে থাকার জন্যই নয়, সমগ্র প্রাণিকূলের বেঁচে থাকার জন্য অপরিহার্য।

বিশ্বে পানের জন্য নিরাপদ পানি শতকরা ১ ভাগেরও কম বিবেচনা করা হয়। ফলে এখন পর্যন্ত বিশ্বের প্রায় ১শ কোটি মানুষের সুপেয় পানির প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা যায়নি।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি, নগর সভ্যতার ক্রমবিকাশ এবং প্রযুক্তিগত ভিন্নতায় পানি ব্যবহারের ধরন বদলেছে। বিশ্বের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগ মানুষ কমবেশি সুপেয় পানি সমস্যায় ভুগছেন।

সুধী,

নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে আমরা ইতোমধ্যেই বিশেষ সাফল্য অর্জন করেছি। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ২০১৫ সালের মধ্যে ৮৪ শতাংশের স্থলে বাংলাদেশের ৮৭ শতাংশ মানুষ নিরাপদ পানির আওতায় এসেছেন। বর্তমানে বাংলাদেশের শহরাঞ্চলে শতকরা ৯৮ ভাগ মানুষ নিরাপদ পানির সুবিধা পাচ্ছেন।

বাংলাদেশ নদীমাতৃক দেশ। বাংলাদেশের মোট আয়তনের এক-তৃতীয়াংশ পানি সম্পদ। আমাদের দেশের অভ্যন্তরে ৪০৫টি নদ-নদী ও ৫৭টি আন্তঃদেশীয় সংযোগ নদী রয়েছে।

বাংলাদেশ গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা নদীর সবচেয়ে ভাটির দেশ হওয়ায় দেশের পানি সম্পদের ব্যবস্থাপনা উজানের দেশের ওপর নির্ভরশীল।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নে পানির অসীম গুরুত্ব বিবেচনা করে জাতির পিতা ১৯৭২ সালে বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নামে একটি স্বতন্ত্র সংস্থা সৃষ্টি করেন এবং নদ-নদী সুরক্ষায় নদী ড্রেজিংয়ের গুরুত্ব বিবেচনা করে ১১টি ড্রেজার ক্রয়ের নির্দেশ দেন।

আন্তঃসীমান্ত পানি ব্যবস্থাপনা বিষয়ে 'যৌথ নদী কমিশন-জেআরসি' গঠন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ সরকার ১৯৯৬ সালে গঙ্গা নদীর পানি বন্টন চুক্তির মাধ্যমে ৩০ বছরের জন্য গঙ্গার পানির ন্যায্য হিস্সা আদায় করেছে।

পানিসম্পদের টেকসই উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার লক্ষ্যে বর্তমান সরকার গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও বরাক/মেঘনা নদীসমূহের অববাহিকাভিত্তিক দেশসমূহের মধ্যে প্রকল্প প্রণয়ন ও সহযোগিতা প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে।

"Bangladesh Delta Plan-২১০০" শীর্ষক একটি শতবর্ষী ও সামগ্রিক কৌশলগত পরিকল্পনা প্রণয়নের কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

এছাড়াও পানিসম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার ও টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে আমরা বেশ কিছু পদক্ষেপ নিয়েছি। এগুলোর মধ্যে অন্যতম:

- জাতীয় পানি নীতি ১৯৯৯ প্রণয়ন।
- বাংলাদেশ পানি আইন ২০১৩ প্রণয়ন।
- পরিবেশ সংরক্ষণ বিধিমালা ১৯৯৭ প্রণয়ন।
- নিরাপদ পানি সরবরাহ ও পয়ঃনিষ্কাশন নীতিমালা ১৯৯৮ প্রণয়ন।
- ২০১১ সালে ভারতের সাথে Framework Agreement on Cooperation for Development স্বাক্ষর।
- ৮২৫টি প্রকল্প বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রায় ৬৪ লাখ হেক্টর এলাকা বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নিষ্কাশন ও সেচ সুবিধার আওতায় আনা।
- এরফলে বার্ষিক অতিরিক্ত ১ কোটি মেট্রিক টন খাদ্য শস্য উৎপাদিত হচ্ছে।
- সারাদেশে নদী তীরবর্তী ১০৩০ বর্গ কিলোমিটার ভূমি পুনরুদ্ধার।
- দেশের উপকূলীয় এলাকায় ১৩৯টি পোল্ডার নির্মাণ।
- এরফলে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ১৯টি জেলার ১৩৩টি উপজেলা লোনাপানির অনুপ্রবেশ থেকে রক্ষা পেয়েছে। ফসল উৎপাদনের সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টি।
- ড্রেজিংয়ের মাধ্যমে নদ-নদীর গতিপথ ও নাব্যতা পুনরুদ্ধার
- নদীতীরের ভাঙ্গন রোধ।
- উপকূলীয় অঞ্চলে ঝড়-জলোচ্ছাস থেকে জনগণের জীবন ও সম্পদ রক্ষা করতে উপকূলীয় এলাকায় বাঁধ দেওয়া হয়েছে।
- চর উন্নয়নের মাধ্যমে ছিন্নমুল মানুষের বাসস্থান ও জীবিকার ব্যবস্থা।
- গত পাঁচ বছরের পানিসম্পদ খাতে প্রায় ১৫ হাজার ২শ' ৫০ কোটি টাকা ব্যয়ে ৫৭টি প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়েছে।
- চলতি অর্থ বছরে পানি সম্পদ খাতে ৪ হাজার ৬শ' ৬৩ কোটি টাকা বরাদ্দ।

সুধিবৃন্দ,

পানি ব্যবস্থাপনার ক্রমবর্ধমান চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রকৃতি-ভিত্তিক সমাধানের কোন বিকল্প নেই। এ লক্ষ্যে আমরা প্রাকৃতিক জলাভূমি সংরক্ষণ ও উন্নয়ন, ড্রেজিং এর মাধ্যমে নদীর গতিপথ ও নাব্যতা পুনরুদ্ধার, উপকূলীয় বাঁধ শক্তিশালীকরণ এবং প্লাবনভূমির সঙ্গে নদীর সংযোগ স্থাপন, পরিবেশ ও প্রতিবেশ সুরক্ষায় নদীর তীর বরাবর বাফারজোন তৈরির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি।

সারাদেশের নদ-নদী, হাওড়-বাওড়, খাল-পুকুর-জলাশয় সমন্বিত পরিকল্পনার আওতায় খননের জন্য ড্রেজিং করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ নৌ-পরিবহন কর্তৃপক্ষ গঙ্গা-পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র-যমুনা ও মেঘনা নদী ব্যতিত নৌ-রুটভূক্ত সকল নদী ড্রেজিং করছে।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড নৌ-রুটভূক্ত নদী ব্যতিত সকল নদ-নদী ড্রেজিং করবে। সারাদেশের খাল, পুকুর, জলাশয় পুনঃখনন করবে।

সুধিবৃন্দ,

বিগত ৫০ বছরে যমুনা ও পদ্মা নদী ভাঙনের ফলে প্রায় ১৬০০ বর্গ কিলোমিটার জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। নদীর প্রশস্ততা প্রায় ৬ থেকে ৭ কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়ে কোন কোন স্থানে ১২ থেকে ১৮কিলোমিটার হয়েছে।

নদীর স্বাভাবিক ও বন্যা প্রবাহের প্রয়োজনে নদীর গতিপথ, বাফারজোন ও সীমানা নির্ধারণের পাশাপাশি নদীতীর স্থিতিশীল করার দীর্ঘ-মেয়াদি পরিকল্পনা প্রণয়ন চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে।

ফলে শুধুমাত্র যমুনা নদীর উভয় তীরে প্রায় ১৬০০ বর্গ কিঃমিঃ ভূমি পুনরুদ্ধার সম্ভব হবে। নদীর উভয় তীরে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত হবে।

সুধিমন্ডলী,

পানি ব্যবহার ও পানিসম্পদ ব্যবস্থাপনা ও টেকসই উন্নয়নের স্বার্থে প্রকৃতিনির্ভর সমাধান অনুসন্ধান করতে হবে। পানি দূষণ ও অপচয় রোধ করতে হবে। কৃষির জন্য ভূ-উপরিস্থ সেচের পানি ব্যবহার বাড়াতে হবে। প্রাকৃতিক জলাধার সংরক্ষণ করতে হবে। বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ করে ব্যবহার করতে হবে। কীটনাশক, দূষিত ও কলকারখানার বর্জ্য যেন পানিতে গিয়ে না মিশে সেদিকে নজর দিতে আমি সকলের প্রতি আহ্বান জানাই।

সাফল্যের সঙ্গে এমডিজি'র লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে আমাকে এসডিজি বিষয়ক জাতিসংঘের High Level Panel on Water এর অন্যতম সদস্য ও এশিয়ার অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। এতে আমাদের দায়িত্ব আরও বেড়ে গেছে বলে আমি মনে করি।

বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সনদ লাভ করেছে। মাথাপিছু আয় বৃদ্ধি পেয়ে ১ হাজার ৬১০ মা:ডলারে উন্নীত হয়েছে। বিদ্যুৎ উৎপাদন ১৬ হাজার ৬০০ মেগাওয়াট। দেশের শতকরা ৯০ভাগ লোক বিদ্যুত সুবিধা পাচ্ছেন। প্রবৃদ্ধির হার ৭.২৮ শতাংশে উন্নীত। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণ। মেট্রো রেল, কর্ণফুলি নদীর তলদেশে টানেল নির্মাণ করা হচ্ছে।

আমাদের লক্ষ্য স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তিতে অর্থাৎ ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা।

টেকসই সমন্বিত পানি সম্পদ ব্যবস্থাপনার জন্য সামগ্রিক পরিকল্পনা বাস্তবায়ন এবং পানির জন্য প্রকৃতিভিত্তিক সমাধান ও পানির সুষম ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে আমরা নির্ধারিত সময়ের পূর্বেই 'এসডিজি-২০৩০' এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে সক্ষম হব।

ভিশন-২০২১ বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা ২০২১ সালের মধ্যেই সকলের জন্য নিরাপদ পানি নিশ্চিত করতে পারব, ইনশাআল্লাহ।

সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে 'বিশ্ব পানি দিবস ২০১৮' এর সকল কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু।

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...